২ মার্চ, ২০১৪

লখনউয়ে মোদী

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

লখনউয়ে আজ নরেন্দ্র মোদীর সভায় অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। উত্তর প্রদেশ থেকে পথ গেছে দিল্লি অভিমুখে। দেশের মধ্যে বৃহত্তম এই রাজ্য লোকসভায় ৮০ জন সাংসদ পাঠায়। ১৯৯০-এ বিজেপির শক্তি বৃদ্ধির চাবিকাঠি ছিল এই উত্তরপ্রদেশেই। ১৯৯১-এর নির্বাচনে অবিভক্ত উত্তর প্রদেশের ৮৫টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই পেয়েছিল ৫২টি। ১৯৯৬-এ জোট সঙ্গীর ২টি আসন ধরে বিজেপি পেয়েছিল ৫৮টি। ১৯৯৮-এর ভোটে পেয়েছিল ৫০টি। তারপর থেকে বিজেপির ক্ষমতা কমতে থাকে। ১৯৯৯-এ বিজেপি পেয়েছিল ২৯টি। ২০০৪ ও ২০০৯-এ খুবই সামান্য আসন মাত্র ১০টিতে জয়ী হয়। দিল্লিতে বিজেপিকে সরকার গড়তে হলে ১৯৯০-এর শক্তি লাভ করতে হবে। তা কি সম্ভব হবে?

উত্তর প্রদেশের ভোটযুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে বিজেপি, এসপি ও বিএসপির মধ্যে। ২০০৯-এ কংগ্রেস ২২টি আসন জিতে তাক লাগিয়েছিল। বর্তমানে ইঙ্গিত মিলেছে কংগ্রেসের পড়তি দশার। আম আদমি পার্টি খবরের মধ্যে থেকে নজর কাড়ছে। তবে উত্তর প্রদেশের ভোটে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

শাসন পরিচালনার দিক থেকে বিএসপি ও এসপি প্রশ্ন চিহ্নের সামনে। সুশাসন দিতে সমাজবাদী পার্টি চূড়ান্ত ব্যর্থ। তাদের ক্ষমতাসীন অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বেহাল। সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বেড়ে গেছে। উত্তর প্রদেশে অগুন্তি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। বিসপির ট্র্যাক রেকর্ড তোলাবাজিতে ভরা। স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব চালিয়ে গেছে তারা। গত ১০ বছর ধরে এই দুটি দল কেন্দ্রে ইউপিএ-কে ক্ষমতায় থাকতে মদত দিয়েছে। তাদের ইউপিএ-কে সমর্থন পারস্পরিক দেয়া-নেয়ার ব্যাপার। দুই দলের নেতা-নেত্রী দুর্নীতির মামলায় ফেঁসে সিবিআইয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে সুবিধা পাওয়ার পথ ধরেন।

উত্তর প্রদেশের হাওয়া বদল টের পাওয়া যাচ্ছে। জাতপাতের সমীকরণ চলে গেছে পিছনের সারিতে। সম্পূর্ণ দূরীভূত না হলেও সামাজিক সমীকরণের প্রভাব কম পড়বে। এ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী ৮টা জনসভা করেছেন এবং সর্বত্র অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। উত্তর প্রদেশে বর্তমান ইস্যু হল সুশাসন। সদর্থক রাজনীতির বাতাবরণ স্পষ্ট হয়েছে। উত্তর প্রদেশের রাজনীতির ভূ-রসায়ন আমূল পাল্টে গেছে। আজ নরেন্দ্র মোদী যখন তাঁর ভাষণ শেষ করার মুহূর্তে প্রসূন জোশির কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তখন আমার মনে পড়ছিল ১০৭৭-এ সাধারণ নির্বাচনের কথা, যখন বক্তারা ভাষণ শেষ

করছিলেন তখন আমার মনে পড়ছিল ১০৭৭-এ সাধারণ নির্বাচনের কথা, যখন বক্তারা ভাষণ শেষ করতেন দীনকরজির বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে " সিংহাসন খালি করো জনতা আতি হ্যায়। "